OXFORD AQA
INTERNATIONAL QUALIFICATIONS

INTERNATIONAL GCSE
BANGLA

Paper 1: Grammar, reading comprehension and writing

Specimen

Insert

DO NOT WRITE ANY ANSWERS IN THIS INSERT. YOU MUST ANSWER THE QUESTIONS IN THE ANSWER BOOKLET PROVIDED.

Section B: Reading comprehension texts

- **Text A** for use with **Question 4**
- **Text B** for use with **Question 5**
- **Text C** for use with **Question 6**

Text A

‘জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ’ সম্বন্ধে নিচে দেওয়া চারজন বন্ধুর মতামত পড়ে প্রশ্নপত্রের **04** নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

আমি **রিয়া।** জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের ওপর এক মারাত্মক হুমকি। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলগুলো ডুবে যেতে পারে ও উপকূলবাসীরা আশ্রয়হীন হতে পারে। তবে আমার দৃষ্টিতে একটি বড়ো সংকট হলো, ফসল উৎপাদন হ্রাসের ভয়াবহতা। সমুদ্রের পানির লবণাক্ততার কারণে কৃষিজমিতে আগের মতো ফসলের ফলন হচ্ছে না। অনেক কৃষিনির্ভর পরিবার এখন কর্মহীন হয়ে বিকল্প কাজের খোঁজ করছে। অথচ এই সমস্যার দায়ভার বাংলাদেশের একার নয়।

আমি **অলোক।** আমি তোমার সাথে একমত। জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। নিজেদের আশ্রয় ও বাসস্থান ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় অনেকেই বিভিন্ন শহরে পাড়ি জমাচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে যেসব লোকজন কারখানায় কাজ করে, সেখানকার অতিরিক্ত গরম তাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। এই প্রতিকূল পরিবেশ কাজ করার সক্ষমতাকে কমিয়ে দিচ্ছে। বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ, সবুজ গাছগাছালির দেশ। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঋতুচক্রও বদলে যাচ্ছে। অসময়ে ভারী বৃষ্টি হয়ে অনেক এলাকা পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে।

আমি **মারিয়া।** তুমি ঠিকই বলেছ। বাংলাদেশে বেশ কিছু বনাঞ্চল আছে। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বন এদেশের দক্ষিণাঞ্চলকে প্রবল ঘূর্ণিঝড় থেকে প্রাকৃতিক সুরক্ষা দেয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই বনসহ পশুপাখির অন্যান্য আবাসস্থল হুমকির মুখে। এর ফলে গাছপালা ও প্রাণিকূলের সংখ্যা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে আমরা অনেক উন্নত দেশের চেয়ে কম কার্বন নিঃসরণ করি। অথচ আমাদেরকেই এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হচ্ছে। অন্য দেশ কিংবা সংস্থার জন্য অপেক্ষা না করে আমাদের গাছ লাগিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে হবে।

আমি **তানভীর।** আমিও মনে করি এতে আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে, যার ফলে দারিদ্র্য বাড়ছে। এ সংকট মোকাবেলায় সরকারের কঠোর নীতি এবং বিদেশি সহযোগিতা দরকার। আইন প্রয়োগ করে পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন সব ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে সবাইকে বিরত রাখতে হবে। আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে। পরিবেশ রক্ষার কাজ কারও একার নয়, কোনো একক দেশের নয়। দেশ ভূখণ্ডের সীমানায় নির্ধারিত, কিন্তু আমাদের মাথার ওপরের বায়ুমণ্ডল কারও একার নয়! এর রক্ষার দায়িত্ব সকল দেশকেই নিতে হবে।

Copyright © 2026 OxfordAQA International Qualifications and its licensors. All rights reserved.

Text B

নিচের নিবন্ধটি পড়ে প্রশ্নপত্রের **05.1** থেকে **05.5** প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

বর্তমান যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এক বিস্ময়কর প্রযুক্তি হিসেবে মানুষের জীবনে স্থান করে নিয়েছে। এটি এমন একটি প্রযুক্তি যা মানুষের চিন্তা, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে অনুকরণ করে কাজ করতে সক্ষম। চিকিৎসা, গবেষণা ও গৃহস্থালিসহ নানা কাজে এর ভূমিকা উৎসাহব্যঞ্জক হলেও, বিনোদন, শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে এর প্রভাব মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এক অনন্য দিক হলো দ্রুততা। এটি মানুষের সময়সাপেক্ষ কাজগুলো দ্রুত সম্পন্ন করে। অন্য একটি বিশেষ সক্ষমতা হলো অসংখ্য তথ্য দক্ষতার সাথে বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করতে পারা। বাণিজ্যিকভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার স্বয়ংক্রিয়তা মানবজীবনে কল্যাণ বয়ে এনে জীবনের মান উন্নত করে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্রুত কর্মক্ষেত্রকে বদলে দিচ্ছে। তবে উদ্বেগের ব্যাপার হলো এর স্বয়ংক্রিয়তা অনেক কর্মক্ষেত্রেই কর্মীদের যন্ত্রমানব বা রোবটের সাথে প্রতিযোগিতা করতে বাধ্য করবে। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা তাদের পণ্যের উৎপাদন, মুনাফা এবং প্রসারের কথা ভেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগাতে চাইবে।

কর্মীরা এই পরিবর্তনের জন্য কতটা তৈরি সেটাই একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বিশেষ দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষালাভের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। অব্যাহত শিক্ষার মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তি শেখা এবং পুনরায় শেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা ক্রমাগত নিজেকে পরিবর্তনশীল কাজের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে, তারাই সফল হবে।

অবশ্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যুক্তিনির্ভর হওয়ায় এতে মানবিক অনুভূতি এবং নৈতিক মূল্যবোধের ঘাটতি রয়েছে। মানুষের দ্বারা এর অপপ্রয়োগে যেমন তথ্যের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে, তেমনি অনেক ঘটনা বা ব্যক্তি সম্পর্কে তৈরি করা বিষয়বস্তু মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে উন্নত বিশ্ব গঠনের সম্ভাবনা থাকলেও, এর নিয়ন্ত্রণ মানুষকেই করতে হয়। ক্রমাগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে আমাদের সহকারী হিসেবে মেনে নেওয়া যায়, তবে মানুষের বিকল্প হিসেবে নয়!

Text C

নিচের নিবন্ধটি পড়ে প্রশ্নপত্রের **06.1** থেকে **06.5** প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

প্রযুক্তি বনাম বুদ্ধিমত্তা

অনেকটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে আমাদের বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির ব্যবহারের সাথে সম্পৃক্ত। এক গবেষণা থেকে জানা যায় যে কোনো বিষয় সম্পর্কে যদি হাতে লেখা হয় আর টাইপ করা হয়, তাহলে তুলনামূলকভাবে হাতে লেখার পদ্ধতিটি মস্তিষ্ককে বেশি সক্রিয় রাখে। এর ফলে সেটি মনেও থাকে অধিক সময় ধরে।

অনেক দিন ধরে পৃথিবীতে একটি ধারা চলছিল। তা হলো নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা আগের প্রজন্মের চেয়ে বুদ্ধিতে কিছুটা এগিয়ে থাকত। এটাকে অনেকে খুব ভালো উত্তরণ হিসেবেই মনে করত। কিন্তু এখন নতুন একটি গবেষণা বলছে যে ইদানীং যাদের বয়স ১৪ থেকে ২৯ বছরের মধ্যে, তারা হয়ত সর্বপ্রথম এমন এক প্রজন্ম যারা আগের প্রজন্মের চেয়ে চিন্তার সক্ষমতায় একটু পিছিয়ে পড়ছে। এর কারণ হিসেবে দায়ী করা হচ্ছে মূলত আমাদের চারপাশের ডিজিটাল জগৎ আর খুব বেশি কম্পিউটার, ট্যাব আর মোবাইল ফোনের ব্যবহার।

তবে এখন প্রশ্ন হলো, এসব প্রযুক্তি কীভাবে চিন্তার সক্ষমতাকে সীমিত করে দিচ্ছে? অনেকে বলছেন যে আগে যখন কোনো প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হতো, তখন অনেক বই পড়ে চিন্তা-ভাবনা করে, নিজে নিজে বোঝার চেষ্টা করতে হতো। এখন প্রযুক্তির কল্যাণে নিমিষেই উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়, তাই গভীরভাবে চিন্তা করা বা দীর্ঘক্ষণ মনোযোগ দিয়ে কিছু করার অভ্যাস কমে যাচ্ছে। এমনকি অনেক সময় ফোন-ট্যাবে কাটিয়ে দেওয়ায় বন্ধুদের সঙ্গে মুখোমুখি খেলা, বাইরে দৌড়াদৌড়ি, শরীরচর্চা করা কমে যায়, ফলে চিন্তার জন্য নির্ধারিত মস্তিষ্কের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশের বিকাশ ঘটে না।

অবশ্য এই ব্যাপারে অনেকেই একমত নন। কেউ কেউ মনে করেন, এই প্রজন্মের চিন্তাশক্তি কমেনি, বরং এর ব্যবহারের ধরন অন্যরকম হয়েছে। তবে প্রযুক্তির সচেতন ও সীমিত ব্যবহারের প্রতি প্রায় সকলেই জোর দিচ্ছেন। একটা ব্যাপারে সবাই একমত, প্রযুক্তিকে বিকল্প হিসেবে নয়, সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

END OF TEXTS

Permission to reproduce all copyright material has been applied for. In some cases, efforts to contact copyright-holders may have been unsuccessful and OxfordAQA International Qualifications will be happy to rectify any omissions of acknowledgements. If you have any queries please contact the Copyright Team, AQA, Stag Hill House, Guildford, GU2 7XJ.

Copyright © 2026 OxfordAQA International Qualifications and its licensors. All rights reserved.